শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক সংরক্ষণযোগ্য পাক্ষিক পত্রিকা

জেলার খবর সমীক্ষা

বর্ষ - ৮, সংখ্যা ।। ১৬ পৌষ ১৪২১ (১জানুয়ারি ২০১৫) ।। মূল্য - ২ টাকা ।। D.L. No.-21 Dt. 05.04.07

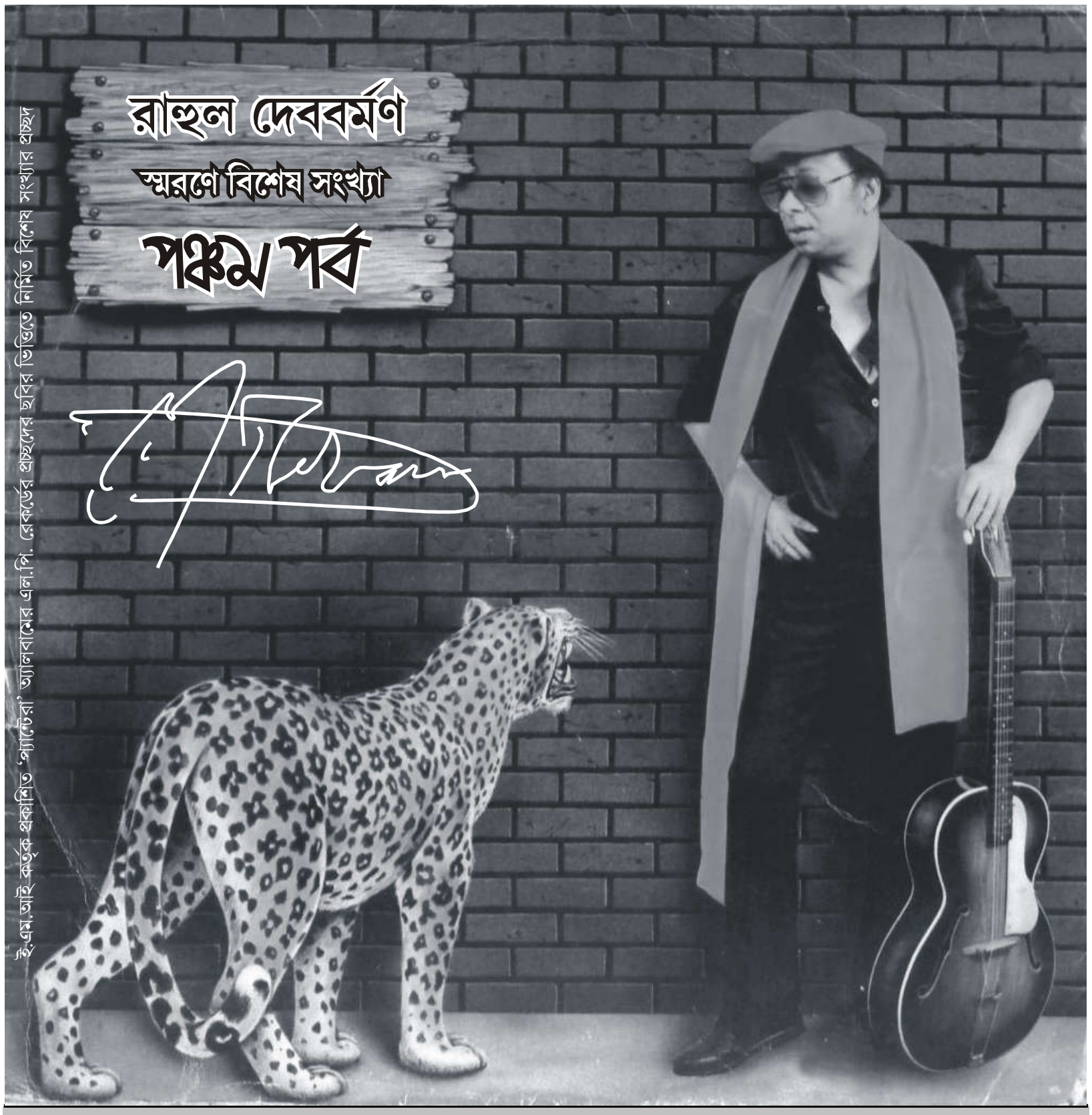

স্মৃতির পঞ্চম।। রাহুল দেববর্মন সম্পর্কে বিশিষ্ট শিল্পী ও নিকটজনেদের স্মৃতিচারণ।।

পঞ্চম পঞ্জি।। রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত হিন্দি ছবির তালিকা।।
রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত বাংলা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ছবির তালিকা।।
রাহুল দেববর্মনের অপ্রকাশিত হিন্দি ছবির তালিকা।।

চিত্রে পঞ্চম ।। রাহুল দেববর্মনের কিছু দুর্লভ ছবির অ্যালবাম।।

পঞ্চম পর্ব ।। রাহুল দেববর্মনের সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জি।।
রাহুল দেববর্মনের সহকারী বাদ্যযন্ত্রীদের তালিকা ।।

প্রথম পঞ্চম ।। রাহুল দেববর্মনের প্রথম সবকিছুর খবর ।।

বিরল পঞ্চম ।। ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত রাহুল দেববর্মনের লেখার বাংলা তর্জমা ।।

শিক্ষা আনে চেতনা

সম্পাদকীয়

শিশুর মত সরল মন, বন্ধুবৎসল, উদার, অকৃপন মানুষ ছিলেন রাহুল দেববর্মণ। আপাদমস্তক সুরে ডুবে থাকা এক মানুষ যিনি পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে সুর খুঁজতেন, সুর বার করে আনতেন। তাঁর জীবনের শেষ দশটা বছর নিয়ে নানা জনে নানান গল্পকথার প্রচলন করেছেন। তার কিছুটা সত্য হলেও অনেকটাই মনগড়া। প্রকৃত সত্য জানার জন্য আমাদের আসল মানুষটাকে জানা দরকার। তাঁর চোখ দিয়ে দেখলে আর তাঁর মন নিয়ে বিচার করলে ধারণা কিন্তু বদলে যাবে। চরম দুঃখে বা হতাশায় দিন কাটাবার মতো কোনো পরিস্থিতিতে তাঁকে কোনদিনই পড়তে হয়নি। নতুন করে তিনি একা হয়ে পড়েননি, সবার থেকে আলাদা বলে তিনি সঙ্গীদের মধ্যে থেকেও একা ছিলেন। নিজের জগতে ডুবে থাকতেন বলেই এখনও তাঁর সুর শুনে আমরা দুঃখ ভোলার সাহস পাই। শারীরিক কারণেই অনেক ভেবে চিন্তে প্রতিযোগিতা থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন, তাই বেশিরভাগ ছবিই ফিরিয়ে দিতে থাকেন। অসাধারণ মানুষরা তো রোজ রোজ পৃথিবীতে জন্মান না, কালেভদ্রে তাঁরা মানবজগতকে ধন্য করতে আসেন। যাঁদের সেই অসাধারণত্ব নেই কিন্তু নিজেদের অসাধারণ ভাবেন তাঁরাই অসাধারণদের সাধারণ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কাছের মানুষ, পাশের মানুষরা তাঁকে ছেড়ে সরে গেছিলেন বলেই পরবর্তীতে তাঁরা প্রচার করার চেষ্টা করেছেন তাঁর কষ্টকাহিনী। হিন্দি চলচিত্র জগতকে তিনি সেই কৈশোরকাল থেকে চিনতেন, ছবি হিট হলেই মাথায় তুলে নাচবে আর যেই কয়েকটা ছবি ফ্লপ হয়েছে অমনি নিমেশে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে, এমন মনোভাব তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। তাই গান হিট অথচ একের পর এক ছবি না চলায় তাঁর যে ছবির সংখ্যা কমেছে এটা বাস্তব সত্য, কিন্তু সে জন্য তাঁর মতো মানুষকে অন্যের কাছে ছবি ভিক্ষা করতে হয়েছে এটা সর্বৈব অপপ্রচার। তিনি নিজেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীত জগতে তাঁর অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য, তাই মৃত্যুর কুড়িটা বছর কেটে গেলেও তাঁর গান একইভাবে জনপ্রিয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুগ্ধ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিরসে। নতুন প্রজন্মের কাছে এবং রাহুল দেববর্মণের সমস্ত অনুরাগীর কাছে সঠিক তথ্যপঞ্জি পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই বিশেষ সংখ্যা।

রাজ ঠাকরের তুলিতে রাহুল দেববর্মন

ক্ষণজন্মা প্রতিভারা এভাবেই আসে অপ্রত্যাশিত
অসম্ভব অকল্পিত প্রত্যাশার সৃষ্টি করে,
আবার চলে যায় অপ্রত্যাশিত,
পৃথিবীর খরাকে রসে রসান্বিত করে
উর্বর করে তুলে অকস্মাৎ হয় নির্বাসত।
ভবিষ্যৎ হয় উদ্ভাসিত!! — *সলিল চৌধুরী*

‘‘ এখন সুর দিই উপভোগ করার জন্য ’’

রাহুল দেববর্মন

আমি বম্বে এসেছিলাম ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। তখন আমি বাবার সহকারী হিসাবে কাজ করতাম। একা কাজ করা শুরু করি ১৯৫৮ সালে। ‘ছোটে নবাব’ আমার প্রথম ছবি। যদিও তার আগে আমি গুরু দত্ত’র একটা ছবির জন্য সুর করেছিলাম, কিন্তু ছবিটা তৈরীই হ’ল না। বাবা অবশ্য বলেছিলেন, ‘‘ছবিটা না হয়ে ভালই হ’ল ... গুরুর ছবি মানেই তো হিট ... এটাও নিশ্চয়ই হিট হত ... তখন তোর মাথা ঘুরে যেত ... শুরুতে যত বেশী ধাক্কা খাবি তত ভালো করে কাজ শিখবি ... পরে আর ধাক্কা খেতে হবে না।’’ তারপর কিভাবে ধাক্কা খেতে খেতে আমি নিজের জায়গা তৈরী করেছি এতো সকলেই দেখেছেন। এক বছর আগে পর্যন্ত আমি ইঁদুর দৌড়ে মেতে ছিলাম। মাসের মধ্যে ২৮ দিনই রেকর্ডিং করছি। ৬০-৭০টা করে ছবি সই করছি। একসঙ্গে ৫০টা ছবির সুর বাঁধার কাজ চলছে। একটু মুসুর ডাল, কাগজি লেবু দিয়ে ভাত খাব তারও উপায় নেই । কাজ করতে করতে খাওয়া বলতে শুধু শুকনো পাঁউরুটি আর একটু কফি। একদিন ভেবে দেখলাম অনেক হয়েছে, যা রোজগার করেছি তা আমার বাকি জীবনের জন্য যথেষ্ট। আমার কোন ছেলেপুলেও নেই যে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করতে হবে, তাহলে শুধু শুধু কেন আপোস করব? সেদিনই গানের ‘সিচ্যুয়েশন’ পছন্দ না হওয়ায় তিন জন প্রযোজককে ফিরিয়ে দিলাম। এখন আমি সুর দিই শুধু কাজটাকে উপভোগ করার জন্য, শুধুই কাজটার জন্য। যে কাজে আনন্দ পাইনা সেই কাজে আমি আর হাত দিই না।

আমি প্রথম সাফল্য পেলাম তিসরি মঞ্জিল ছবিতে। তার আগে বেশ কয়েকটা ছবির সুর করলেও সাফল্য পেলাম না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে প্রচলিত ধারার বাইরে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রইল না। তাই আমি ক্যাবারের সুরের সঙ্গে রোম্যান্টিক সুর মেশালাম। এটাও ঠিক যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার ঝুঁকি নেওয়ার জন্য সঠিক ছবি হাতে পাওয়া দরকার। তবে তিসরি মঞ্জিলের সাফল্যের জন্য আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ নাসির হুসেন আর মজরুহ সুলতানপুরীর কাছে। প্রথমে ঠিক ছিল দেব সাহেব ছবিটা করবেন, কিন্তু ‘ডেটের’ গণ্ডগোলের জন্য শাম্মী কাপুরকে নেওয়া হয়। শাম্মী কাপুর ছবি করবেন শুনে বেশ হতাশ হলাম এই ভেবে যে ছবিটা আর আমার হাতে থাকবে না। কারণ শাম্মীজীর প্রিয় সুরকার ছিলেন শঙ্কর জয়কিশন। শাম্মীজী সে কথা নাসিরজীকে বললেনও, কিন্তু নাসীর হুসেনজী আমার সুরগুলো শাম্মীজীকে একবার শুনতে বলেন। এও বলেন যে সুর ভালো না লাগলে তিনি শঙ্কর জয়কিশনকে ছবির জন্য নেবেন। সুর শুনে শাম্মীজীর এতটাই ভাল লাগে যে তখনই জয়কিশনকে ফোন করে বলেন, ‘‘ভবিষ্যতে মিলিয়ে নিও, পঞ্চমের গানগুলো ‘ট্রেণ্ড সেটার’ হবে।’’ আমি তো নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিনা, শাম্মী কাপুর কী বলছেন এসব।

আমার যখন ১০ বছর বয়স তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি বড় হয়ে কী হতে চাই, আমি বলেছিলাম তোমার থেকেও বড় সুরকার হব; শুনে বাবা বলেন, ‘‘কারোর মত নয়, তুমি তোমার মত হও ... সুরকার হতে গেলে প্রথম দরকার তালজ্ঞান ... তাই আগে তবলা বাজাতে শেখ।’’ তখন ব্রজেন বিশ্বাসের কাছে তবলায় তালিম নিতে শুরু করলাম। তাঁর কাছে গানও শিখেছি। এসব ছাড়াও আমি নিজে নিজে ‘মাউথ অর্গান’ বাজাতে পারতাম। আস্তে আস্তে সব রকমের বাজনাই বাজাতে শিখলাম। একজন সঙ্গীত পরিচালকের জন্য সব কিছু জানা জরুরী। আমি ‘চাইনিজ মিউজিক’ ছাড়া সব ধরণের গান-বাজনা শুনতাম। এদের ব্যাপারটা কিছুতে আয়ত্ত করতে পারিনি। বেশী শুনতাম ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, সপ্তাহে সাত দিনই। ইরানের সঙ্গীত আমার পছন্দের ছিল। ‘পপ’ খুব বেশী শুনতাম না, তবে ‘জ্যাজ’ শুনতাম খুব।

এটা আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে আমার আর বাবার জীবনে ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটল। ১৯৬৩ সালে, আমি তখন বাবার সহকারী, আমরা ‘লাভ ইন টোকিও’, ‘বাহারেঁ ফির ভি আয়েগি’, ‘গুমনাম’, ‘গাইড’ আরও কয়েকটা ছবির কাজ করছি। প্রত্যেকটা ছবিরই দুটো একটা করে গান তৈরী হয়ে গেছে, এমন সময় বাবার ‘হার্ট-অ্যাটাক’ হল। ডাক্তাররা বললেন ছ-আট মাস আর কোনো কাজ করা যাবে না। একের পর এক সব প্রযোজক ছেড়ে চলে গেল শুধু রয়ে গেলেন দেবানন্দ্। তিনি বাবাকে দেখতে এসে বলেছিলেন, বাবা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ‘গাইড’ বানাবেন না। বাবার প্রতি এত আস্থা থাকেলও ছেলের ক্ষেত্রে এত আস্থা তিনি দেখাননি। যদিও আমি সব সময় নিজেকে নবকেতন পরিবারের একজন ভাবতাম। আমরা বাপ-ছেলে মিলে নবকেতনের জন্য বহু বছর কাজ করেছি। কিন্তু দেব যখন আমার বদলে অন্য সুরকারের সঙ্গে কাজ করতে গেলেন আমি মোটেই হতাশ হইনি। দেব একটা ছবিতে আমার সঙ্গে কাজ করে পরের ছবি অন্য সুরকারের সঙ্গে করলেন এরকম তিনবার হয়েছে। বাবা শক্তি সামন্তের ‘ইন্সান জাগ উঠা’ করলেন কিন্তু শক্তির পরের দুটো ছবির সুরকার হলেন শঙ্কর জয়কিশন আর রবি। শক্তি আবার বাবাকে ‘আরাধনার’ দায়িত্ব দিল। পরে আবার ‘কাটি পতঙ্গ’ দিয়ে আমায় এক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল। ‘আরাধনা’র সাফল্যের সঙ্গে আমায় পাল্লা দিতে হয়েছে, ছবির গান সুপারহিট হয়েছে, আবার পরের দুটো ছবি শক্তি লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল আর শ্যামল মিত্রকে দিয়ে কাজ করাল। মাঝে আমাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে চলে গেল বাপি লাহিড়ীর কাছে। এখন আবার আমার সঙ্গে কাজ করছে। বাবার মত আমার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটল। আমারও হার্ট অপারেশনের পর শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনেকগুলো ছবি হাত থেকে চলে গেল। যেমন আমি ‘রাম লখন’ ছবিটার জন্য সুর করছিলাম পরে লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সেটার সুর করল। কিন্তু ভগবানের দয়ায় আমার হাতে বেশ কয়েকটা বড় বাজেটের ছবি আছে। আমি রাজকুমার সন্তোষি-সানি দেওল জুটির দুটো ছবি, শক্তি সামন্তের পরের ছবির কথা তো আগেই বললাম, আর বিনোদ চোপরার ‘৪২ লাভ স্টোরি’র সুর করছি। কয়েকটা বাংলা ও দ্বিভাষিক ছবিতে কাজ করছি, দক্ষিণের দুটো ছবিতে কাজ করার কথা হয়েছে। আমাদের ইণ্ডাস্ট্রিতে এরকম সব সময়ই হচ্ছে তাই অবাক বা হতাশ কিছুই হইনি। আর সত্যি বলতে যখন প্রতিযোগিতায় ছিলাম তখনকার সময়ের থেকে আমি এই সময়টা আরো বেশি করে উপভোগ করছি।

এখনকার কাজের পরিবেশটাই বদলে গেছে। আমি যখন কাজ শুরু করেছি তখন অন্য সুরকারদের মধ্যে পেশাগত প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। আজকের দিনে এটা ভাবাই যায় না, এটাই সবচেয়ে খারাপ লাগে। আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমার সময়ের অন্য সুরকারদের থেকে আমি অনেক কিছুই শিখেছি। সময় বদলাচ্ছে, সঙ্গীতেরও বদল হবে স্বাভাবিক। কিশোরদা, রফিসাব চলে যাওয়ার পর একটা শূণ্যতা তো হয়েছেই। কিন্তু আমি অমিত, অনুরাধা, কবিতা, সাধনাদের ব্যাপারে আশাবাদী। একটা আশা ছিল যা এ জন্মে আর মিটল না তা হল এশিয়ার সবচেয়ে বড় ‘রেকর্ডিং স্টুডিও’ বানানো। এখন যদি আমার ৩০ বছর বয়স হত তবে একটা চেষ্টা করে দেখা যেত, কিন্তু এই ৫১ বছর বয়সে পৌঁছে আর সম্ভব নয়। জীবনে অনেক পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু আমার কাছে সব চেয়ে সেরা পুরস্কার হ’ল এক রেল স্টেশনের কুলির গলায় নিজের ‘কম্পোজিশন’ শোনা। হয়ত সে আমায় চেনেও না, কিন্তু আমার এর চেয়ে বড় পরিচিতি বা স্বীকৃতি আর হতে পারে কী ?

১৯৮৮তে ‘বাইপাস সার্জারি’র পর দুটি ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার থেকে নির্বাচিত অংশ প্রথমবার বাংলায় ছাপা হ’ল।

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত হিন্দি ছবির তালিকা

১৯৬১
ছোটে নবাব

১৯৬৫
ভূত বাংলা
তিসরা কওন

১৯৬৬
পতি পত্নী
তিসরি মঞ্জিল

১৯৬৭
বাহারোঁ কে স্বপ্নে
চন্দন কা পালনা

১৯৬৮
অভিলাষা
পড়োশন

১৯৬৯
প্যায়ার কা মৌসম
ওয়ারিশ

১৯৭০
এহেশান
কাটি পতঙ্গ
পুরস্কার
রাতোঁ কা রাজা
সাঁস ভি কভি বহু থি
দ্য ট্রেন

১৯৭১
অধিকার
অমর প্রেম
বুডঢা মিল গ্যয়া
ক্যারাভান
হাঙ্গামা
হরে রামা হরে কৃষ্ণ
হালচল
লাখো মেঁ এক
মেলা
পরায়া ধন
প্যার কি কাহানী

১৯৭২
আপনা দেশ
বম্বে টু গোয়া
দিল কা রাজা
দো চোর
গরম মশালা
গোমতী কে কিনারে
জওয়ানি দিওয়ানি
মেরে জীবন সাথী
পরছাঁইয়াঁ
পরিচয়
রাখি অউর হাতকড়ি
রামপুর কা লক্ষমন
রানী মেরা নাম
সমাধী
সবেরা
সীতা অউর গীতা
শেহজাদা

১৯৭৩
আ গলে লাগ যা
অনামিকা
বড়া কবুতর
বাঁধে হাত
ছলিয়া
দো ফুল
ডবল্ ক্রস্
হীরা পান্না
হিফাজত্
য্যায়সা কো ত্যায়সা
ঝিল কে উস্ পার
জোশিলা
মি. রোমিও
নফরত্
নমক হারাম
৫দুশমন
রাজা রানী
রিক্সাওয়ালা
শরীফ বদমাশ
ইয়াদোঁ কি বারাত্

১৯৭৪
আপ কি কস্ম
আজনবী
বেনাম
চরিত্রহীন
দিল দিওয়ানা
দুসরী সীতা
গুঞ্জ
হামসকল
ইমান
ইশক্ ইশক্ ইশক্
খোটে সিক্কে
মদহোশ
মনোরঞ্জন
ফির কব মিলোগী
শয়তান
ত্রিমূর্তী
উজালা হি উজালা
জহরিলা ইন্সান

১৯৭৫
আঁধী
দিওয়ার
ধরম করম
কালা সোনা
কহেতে হ্যায় মুঝকো রাজা
খেল খেল মেঁ
খুশবু
মজাক
রাজা
শোলে
ওয়ারেন্ট

১৯৭৬
বালিকা বধূ
ভঁওয়র
বুলেট
বাণ্ডেলবাজ
ঢোঙ্গি
খলিফা
মহা চোর
মেহবুবা
নহ্লে পে দহ্লা
বিশ্বাসঘাত্

১৯৭৭
চলে মুরারী হিরো বন্নে
চলতা পুরজা
চাঁদি সোনা
ডার্লিং ডার্লিং
হম্ কিসিসে কম্ নেহি
জীবন মুক্ত্
করম
কিনারা
কিতাব
মুক্তি

১৯৭৮
আজাদ
ভোলা ভালা
চোর হো তো অ্যায়সা
দেবতা
ঘর
হীরালাল পান্নালাল
কস্মে বাদে
নক্রি
নয়া দৌড়
ফান্দেবাজ
শালিমার

১৯৭৯
ভালা মানুষ
গোলমাল
হামারে তুম্হারে
ঝুটা কাঁহি কা
জুরমানা
মঞ্জিল
নওকর
রত্নদীপ
সালাম মেমসাব
দ্য গ্রেট গ্যাম্বলার

১৯৮০
আঁচল
আবদুল্লা
আলিবাবা অউর ৪০ চোর
বুলন্দি
ধন দওলত্
গুনহেগার
জল মহল
কাতিল কওন
খুবসুরত
ফির ওহি রাত
রেড রোজ্
শান
সিতারা
টক্কর
দ্য বার্নিং ট্রেন

১৯৮১
আঙ্গুর
বরসাত কি এক রাত
বসেরা
বিবি ও বিবি
দওলত্
ধুয়াঁ
গেহরা জখম
ঘুঙ্গরু কি আওয়াজ
হরজাই
জেল যাত্রা
কালিয়া
কাচ্চে হীরে
কুদরত্
লাভ স্টোরি
মঙ্গলসূত্র
নরম গরম
রক্ষা
রকি
সাত্তে পে সাত্তা
জামানে কো দিখানা হ্যায়

১৯৮২
আমনে সামনে
অধুরা আদমী
অশান্তি
বেমিসাল
দর্দ কা রিস্তা
দওলত্ কে দুশমন
গঙ্গা মেরি মা
মাসুম
নমকীন
সনম তেরি কসম্
শক্তি
সৌকীন

১৯৮৪
আনন্দ অউর আনন্দ
অন্দর বাহার
আওয়াজ
ভীমা
দুনিয়া
হাম দোনো
হাম হ্যায় লা জবাব
জাগীর
জওয়ানি
ঝুটা সচ্
করিশ্মা
মাটি মাঙ্গে খুন
মঞ্জিল মঞ্জিল
মুসাফির
সানি
ইয়ে দেশ
জমিন আশমান

১৯৮৫
আর পার
অলগ অলগ
আমীর আদমি গরীব আদমি
অর্জুন
আওয়ারা বাপ
বন্ড ৩০৩
এক সে ভালে দো
হাম নওজয়ান
লাভা
উঁচে লোগ
রাহী বদল গ্যায়া
রাম তেরে কিতনে নাম
রুসবাই
সাগর
সবেরেওয়ালি গাড়ি
শিবা কা ইনসাফ্
সিতমগর
জবরদস্ত

১৯৮৬
আনোখা রিস্তা
এক ম্যায় অউর এক তু
জীভা
পালে খান
সমুন্দর
শত্রু
জীন্দেগানি

১৯৮৭
আপনে আপনে
বে-লাগাম
ডাকাইত
হিফাজত্
ইজাজত্
ইনাম দশ হাজার
ইতিহাস
জালিয়ানওয়ালা বাগ
মর্দোঁওয়ালি বাত

১৯৮৮
ফয়সলা
খরিদার
মিল গ্যয়ি মঞ্জিল মুঝে
নামুমকীন
রামা ও রামা
জলজলা

১৯৮৯
আগ সে খেলেঙ্গে
বহুরানী
দোস্ত
জোশিলে
জুররত্
পরিন্দা

১৯৯০
চোর পে মোর
দুশমন
জিনে দো

১৯৯১
গুনেগার কওন
ইন্দ্রজিত্
ঝুটি শান
লিবাস

১৯৯২
দ্রোহী
জয় শিব শঙ্কর
জনম সে পহলে
খুল-এ-আম
সরফিরা
সিয়াসত্

১৯৯৩
গরদীশ
গুরুদেব
১৯৪২ এ লাভ স্টোরি
প্রফেসর কি পড়োশন
তুম করো ওয়াদা

১৯৯৬
ঘাতক
সওতেলা ভাই
ইয়ার মেরি জীন্দেগী

১৯৯৭
অন্যায় হি অন্যায়

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত আঞ্চলিক ছবির তালিকা

বাংলা

১৯৭০ রাজকুমারী
১৯৮০ অনুসন্ধান (হিন্দি : বরসাত কি এক রাত)
১৯৮১ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী
১৯৮২ অপরূপা
ত্রয়ী
১৯৮৪ তিনমূর্তি (হিন্দি : জাগীর)
১৯৮৫ অন্যায় অবিচার (হিন্দি : আর পার)
১৯৮৭ একান্ত আপন
১৯৮৮ আগুন
১৯৮৯ আক্রোশ
ঝংকার
শতরূপা
১৯৯০ আপন আমার আপন
এখানে আমার স্বর্গ
লড়াই
অন্ধ বিচার (হিন্দি : দুশমন)
১৯৯১ আনন্দ নিকেতন
বৌ রানী
দেবতা
ক্রোধী
নবাব
অহঙ্কার
১৯৯২ মা
অধিকার
পুরস্কার
পুরুষোত্তম (ওড়িয়া : বাদশা)
১৯৯৩ শ্বেত পাথরের থালা
শেষ চিঠি
শ্রদ্ধাঞ্জলী
১৯৯৪ অজানা পথ
বিরোধ (হিন্দি : শত্রু)
১৯৯৬ কালিদাস (নামবদল হয়ে আসল নকল)

তেলুগু

১৯৮৭ রকি
১৯৮৯ চিনি কৃষ্ণাডু
১৯৯০ অ স্থাম

তামিল

১৯৯০ উলাগম পিরানডাডু এনাক্কাগা
পু মাজাই পজিয়েথ্যু

ওড়িয়া

১৯৯২ মা
বাদশা

মারাঠী

১৯৯৪ সুখী সংসারীছে

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত অপ্রকাশিত ছবির তালিকা

আর পার	(পরিচালক : শক্তি সামন্ত)
অভি অভি	(পরিচালক : লেখ ট্যাণ্ডন)
অঙ্কুশ	(পরিচালক : মুকুল দত্ত)
আওয়ারা রাজু	(পরিচালক : ফিরোজ চিনয়)
বড়ে মিঞা	(পরিচালক : অসীম ব্যানার্জি)
বেবস	(পরিচালক : নরেন্দ্র বেদী)
ভরোসা	(পরিচালক : মীরজ)
ছবি চোর কে হাত	(পরিচালক : মোহন চোটী)
ডাগডার বাবু	(পরিচালক : নবেন্দু ঘোষ)
দেবদাস	(পরিচালক : গুলজার)
দুশমন দোস্ত	(পরিচালক : কমল)
এক দো তিন চার	(পরিচালক : বিজয় আনন্দ)
গিরিফ্‌তার	(পরিচালক : ভি. কে. সবতী)
গুনাহ্‌ কা দেবতা	(পরিচালক : আশোক রায়)
জান সে প্যারা	(পরিচালক : প্রভীন নিশ্চল)
জান-এ-জাঁ	(পরিচালক : পরভেশ সাগর)
যব প্যার হুয়া	(পরিচালক : সুনীল দত্ত)
জীবন সাত সুরোঁ কা সঙ্গম	(পরিচালক : অসীম ভট্টাচার্য)
কসমাকস	(পরিচালক : বিনোদ পাণ্ডে)
খোয়াইশ	(পরিচালক : অনিল গাঙ্গুলি)
লাঠি	(পরিচালক : হৃষিকেশ মুখার্জি)
লাভ এণ্ড ওয়ার	(পরিচালক : ইকবাল দুরানি)
মীজান	(পরিচালক : আমজাদ খান)
মিঃ হাসমুখ	(পরিচালক : লেখ ট্যাণ্ডন)
নাম হ্যায় কিসনা	(পরিচালক : আকবর খান)
নজরানা	(পরিচালক : বাপ্পী সোনী)
পুলিশ কে পিছে পুলিশ	(পরিচালক : বি. আর. ইশারা)
প্রোডাকশন নং ১	(পরিচালক : রবি নাগাইচ)
প্যার তো হোনা হী থা	(পরিচালক : রবি ট্যাণ্ডন)
সদা সুহাগন	(পরিচালক : মণি চ্যাটার্জি)
শিকার শিকারী কা	(পরিচালক : ইমতিয়াজ কান)
সোনে কি লঙ্কা	(পরিচালক : সত্‌পাল)
সব সে বড়া পাপ	(পরিচালক : গোগি আনন্দ)
তড়প অ্যায়সি ভী হোতি হ্যায়	(পরিচালক : সোহনলাল কানওয়ার)
টাইম লিমিট	(পরিচালক : চন্দ্র বারোট)
ওয়াপ্‌সী	(পরিচালক : সুরেন্দ্র মোহন)
জঞ্জিরেঁ	(পরিচালক : রবি ট্যাণ্ডন)

এছাড়া প্রথম ছবি 'রাজ' (পরি : গুরু দত্ত) এবং টি-সিরিজের একটি 'আনটাইটেলড' ছবি

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত আধুনিক গানের অ্যালবামের তালিকা

বাংলা

১৯৮৫ রেশমী চুড়ি
১৯৮৬ ফিরে এলাম
১৯৯০ গা পা গা রে সা
১৯৯৩ প্রেমে পড়ে যাই
সুরে সুরে জাল বোনা

হিন্দি

১৯৮৭ প্যান্টেরা
দিল পড়োশি হ্যায়
১৯৯৪ তেরা মেরা প্যার জঁবা
১৯৯৫ দিল তেরা হুয়া

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত দুরদর্শনের ধারাবাহিক ও টেলিছবির তালিকা

১৯৭৫ মা কি পুকার (ডকুমেন্টারি ছবি)
১৯৮৭ সুভা (ধারাবাহিক)
আধা সাচ আধা ঝুট (ধারাবাহিক)
১৯৮৯ নববর্ষের অনুষ্ঠানে গান (সঙ্গে আশা, অমিত)
১৯৯২ সাত ফেরে (ধারাবাহিক)
এছাড়া দুটি মারাঠী ভাষার ধারাবাহিক

গায়ক

রাহুল দেববর্মন অভিনীত হিন্দী ও বাংলা ছবির তালিকা

হিন্দি

১৯৬৫ ভুত বংলা (চকি)
১৯৬৯ প্যার কা মওসম (মি. পোপটলাল)

বাংলা

১৯৮৯ গায়ক (রাহুল দেববর্মন)

প্যার কা মওসম

ভুত বাংলা

রাহুল দেববর্মন সুরারোপিত পুজোর গানের তালিকা

১৯৬৫	আমি বলি তোমায় ৪	লতা মঙ্গেশকর
	আমার মালতিলতা ৪	লতা মঙ্গেশকর
১৯৬৮	বাবা খোকা ৫	কিশোর কুমার
	আকাশ কেন ডাকে ১	কিশোর কুমার
	বম চিকি চিকি ১	কিশোর কুমার
	একদিন পাখি উড়ে ৫	কিশোর কুমার
	এই এ দিকে এসো ১	আশা ভোঁসলে
	যাব কি যাব না ১	আশা ভোঁসলে
১৯৬৯	চলেছি একা ৫	কিশোর কুমার
	সে তো এল না ৫	কিশোর কুমার
	এলোমেলো কথা ১	আশা ভোঁসলে
	যেতে দাও আমায় ডেকোনা ১	আশা ভোঁসলে
	মনে পড়ে রুবি রায় ২	রাহুল দেববর্মন
	ফিরে এস অনুরাধা ২	রাহুল দেববর্মন
১৯৭০	এলে না তুমি যে ২	রাহুল দেববর্মন
	কে কাঁদে কাঁদে রে ২	রাহুল দেববর্মন
১৯৭১	চোখে চোখে কথা বল ১	আশা ভোঁসলে
	জানি না কোথায় তুমি ২	আশা ভোঁসলে - রাহুল দেববর্মন
	পোড়া বাঁশি শুনলে যে মন ১	আশা ভোঁসলে
	স্বপ্ন অমার হারিয়ে গেছে ২	রাহুল দেববর্মন
১৯৭২	একটি কথা আমি যে ৩	আশা ভোঁসলে
	হায় গো আমার মন মানেনা ৩	আশা ভোঁসলে
	যায় রে যায় রে ৩ .	আশা ভোঁসলে - রাহুল দেববর্মন
	তোমার কথা নিয়ে আমি ৩	রাহুল দেববর্মন
১৯৭৩	চল চলে যাই তুমি আমি ৩	আশা ভোঁসলে - রাহুল দেববর্মন
	ডেকে ডেকে কত ১	রাহুল দেববর্মন
	একটি কথা হায় সে তো ৩	আশা ভোঁসলে
	ফুলে গন্ধ নেই ১	আশা ভোঁসলে
১৯৭৪	যেতে যেতে পথে হ'ল দেরি ১	রাহুল দেববর্মন
	মহুয়ায় জমেছে আজ মৌ গো ১	আশা ভোঁসলে
	সন্ধ্যাবেলা তুমি আমি ৩	আশা ভোঁসলে
	তোমাতে আমাতে ৩	রাহুল দেববর্মন
	প্রাণ তো মানে না ৩	অমিত কুমার
	কত দিন আর ৩	অমিত কুমার
১৯৭৫	কাল কখন আসবে বল'না ৩	রাহুল দেববর্মন
	লক্ষ্মীটি দোহাই তোমায় ১	আশা ভোঁসলে
	মধুমাস যায় মধুমাস ৩	রাহুল দেববর্মন
	না এখনই নয় ১	আশা ভোঁসলে
১৯৭৬	একটু আরে নয় ১	আশা ভোঁসলে - রাহুল দেববর্মন
	কথা দিয়ে এলে না ১	আশা ভোঁসলে
	ময়না বল তুমি কৃষ্ণরাধে ১	আশা ভোঁসলে
	সজনী গো প্রেমের কথা ৩	রাহুল দেববর্মন
১৯৭৭	বল কি আছে গো ৩	রাহুল দেববর্মন
	ঝুম ঝুম ঝুম রাত নিঝুম ৩	আশা ভোঁসলে
	কিনে দে রেশমী চুড়ি ৩	আশা ভোঁসলে
	শোন মন বলি তোমায় ৩	রাহুল দেববর্মন
১৯৭৮	দার্জিলিং যাত্রা ৩	রাহুল দেববর্মন
	দেখ গো এনেছি টাঙ্গাইল ৩	রাহুল দেববর্মন
	লোকসান হয়ে গেল ৩	আশা ভোঁসলে
	না না না না পারব না ৩	আশা ভোঁসলে
১৯৭৯	চাঁদে যাত্রা ৩	আশা ভোঁসলে
	ছন্দে ছন্দে গানে গানে ৩	আশা ভোঁসলে
	তোমার যে ওই হাতের মালা ৩	আশা ভোঁসলে
	উট ছুঁড়ি তোর বিয়া লেগেছে ৩	আশা ভোঁসলে
	পথ চেয়ে বসেছিলাম ৩	আমিত কুমার
	এ পাড় ভাঙে ও পাড় গড়ে ৩	অমিত কুমার
১৯৮০	আসব আর এক দিন ১	আশা ভোঁসলে
	ডাক পাঠালে কাল সকালে ৩	আশা ভোঁসলে - রাহুল দেববর্মন
	কি করে আসি তোমার পাশে ১	আশা ভোঁসলে
	রাত দুপুরে কোথায় যাবে ১	আশা ভোঁসলে
	তোমার কাছ থেকে পালিয়ে ১	আশা ভোঁসলে
	যেও না যেও না ৩	অমিত কুমার
	শোনো রুবি শোনো ৩	অমিত কুমার
১৯৮২	চোখে নামে বৃষ্টি ১	আশা ভোঁসলে
	জানি জানি আমি জানি ৩	আশা ভোঁসলে
	যেতে পারো ১	আশা ভোঁসলে
	মাছের কাঁটা খোঁপার কাঁটা ১	আশা ভোঁসলে
১৯৮৩	আকাশে সূর্য্য আছে যতদিন ১	আশা ভোঁসলে
	একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও ১	আশা ভোঁসলে
	যাকে ভালোবাসি রে ১	আশা ভোঁসলে
	কি জাদু তোমার চোখে ১	আশা ভোঁসলে
১৯৮৫	আজারবাইজান ৩	আশা ভোঁসলে - রাহুল দেববর্মন
	ভেবেছি ভুলে যাব ৩	আশা ভোঁসলে
	চাই না আমি রেশমী চুড়ি ৩	আশা ভোঁসলে
	কে যে আমার ঘুম ভাঙিয়ে ৩	আশা ভোঁসলে
	তুমি যাবে গো যাবে গো ৩	আশা ভোঁসলে
	তুমি কত যে দুরে ৩	রাহুল দেববর্মন
১৯৮৬	বাঁশি শুনে কি ঘরে থাকা যায় ৩	আশা ভোঁসলে
	খুব চেনা চেনা ৩	আশা ভোঁসলে
	কোথা কোথা খুঁজেছি তোমায় ৩	আশা ভোঁসলে
	না ডোকো না ৩	আশা ভোঁসলে
	নদীর পাড়ে উঠছে ধোঁয়া ৩	রাহুল দেববর্মন
	ফিরে এলাম ৩	আশা ভোঁসলে - রাহুল দেববর্মন
	রিমিঝিমি এই শ্রাবণে ৩	আশা ভোঁসলে
	শোনো এই তো সময় ৩	রাহুল দেববর্মন
১৯৮৮	আজ দোলে মন কার ইশারাতে ৩	আশা ভোঁসলে
	বউ কথা কথা কও ৩	আশা ভোঁসলে
	দুর্গে দুর্গে দুর্গতিনাশিনী ৩	আশা ভোঁসলে
	গুণ গুণ ভ্রমরা ৩	আশা ভোঁসলে
	জ্বলে যায় জ্বলে যায় ৩	আশা ভোঁসলে
	কেউ জানে না ৩	রাহুল দেববর্মন
	কি হবে আর পুরোনো দিনের কথা ৩	রাহুল দেববর্মন
	ঠাকুরঝি কেমন তোমার ভাই ৩	আশা ভোঁসলে
১৯৯০	আজকে থেকে যাও ৩	আশা ভোঁসলে
	ভেঙে যায় মন ভেঙে যায় ৩	আশা ভোঁসলে
	চৈতালী গো চৈতালী ৩	আশা ভোঁসলে
	এ কি ভালোবাসা ৩	আশা ভোঁসলে
	গা পা গা রে সা ৩	আশা ভোঁসলে
	ঝিলমিল ঝিলমিল তারা ৩	আশা ভোঁসলে
	হায় কি হল ৩	রাহুল দেববর্মন
	ট্যাংরা তবু কাটন যায় ৩	রাহুল দেববর্মন
১৯৯৩	কলকাতাতে বাতি নেই ২	ঊষা উত্থুপ
	আমি জানি তুমি আসবে ২	ঊষা উত্থুপ
	মানো, মানো না ৫	ঊষা উত্থুপ
	আগামী শিশুরা ২	ঊষা উত্থুপ
	কাছে এস রাজাবাবু ২	ঊষা উত্থুপ
	প্রেমে পড়ে যাই ২	ঊষা উত্থুপ
	সুখ নেই গো কপালে ২	ঊষা উত্থুপ
	আমি তুমি দু'জনাতে ২	ঊষা উত্থুপ
	গুণ গুণ গুণ গুঞ্জরে ৬	ইন্দ্রাণী সেন
	এ মোর চলার পথে ৮	ইন্দ্রাণী সেন
	ধীরে ধীরে দিন গোনা ৬	ইন্দ্রাণী সেন
	সেই তো আছে ঠিকানা ৭	ইন্দ্রাণী সেন
	ফাগুনের ছোঁয়াতে ৬	ইন্দ্রাণী সেন
	কি চোখে দেখেছি তোমায় ৭	ইন্দ্রাণী সেন
	কে তুমি ডাকলে আমায় ৬	ইন্দ্রাণী সেন
	স্মৃতির ওপারে ৭	ইন্দ্রাণী সেন

ঃ গীতিকার ঃ

১. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, **২.** শচীন ভৌমিক, **৩.** স্বপন চক্রবর্তী, **৪.** পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, **৫.** মুকুল দত্ত, **৬.** শ্যামল সেনগুপ্ত, **৭.** সঞ্জয় চক্রবর্তী, **৮.** পূর্ণেন্দু রায়

টুবলুকে নিয়ে কলকাতা ঘুরতাম

মৃগেন্দ্রলাল লাহিড়ী

শচীনকর্তা রাহুল দেববর্মণকে ডাকতেন 'পঞ্চম' নামে। আমি তাকে ডাকতাম 'টুবলু' বলে, এটা ওর দিদিমার দেওয়া নাম। শচীনকর্তার সঙ্গে আমার আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে, দুজনেই ক্লাবের সদস্য ছিলাম। যখন উনি কাজের জন্য বোম্বাই গেলেন, কলকাতায় টুবলুর অনেক দায়িত্বই এসে পড়ল আমার ওপর। সেই সময় টুবলু ওর মা আর দিদিমার সঙ্গে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে থাকত। আমিই ওকে প্রথমে বালিগঞ্জ গভর্মেন্ট স্কুলে ও পরে তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করে দিই। সেই সময় থেকেই আমি হয়ে যাই ওর আদরের 'লাহিড়ীদা'। আমার সঙ্গে ও সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াত, আর ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলেই আমরা মাঠে চলে যেতাম। ভীষণ ভালোবাসত মুরগী আর ক্ষী র খেতে। প্রতিদিন এই দু'টো না হ'লে চলতই না টুবলুর। ওর দিদিমা দারুণ মুরগী রান্না করতে পারতেন এবং বলা বাহুল্য টুবলুর আবদারে বেশ ঘনঘনই তাঁকে রাঁধতে হ'ত। এছাড়াও আমরা প্রায় প্রতিদিনই ধর্মতলার রেস্টুরেন্টে মহা উৎসাহের সঙ্গে ব্রেস্ট কাটলেট, চিকেন রোস্ট ইত্যাদি ভক্ষণ করতাম। ফুটবল ছাড়া সাঁতারও টুবলু খুব ভালোবাসত। লেকের অ্যাণ্ডারসন ক্লাবে সাঁতার শিখত। শচীনকর্তা যখন বোম্বাই থেকে কলকাতায় আসতেন তখন মজা যেত বেড়ে। 'ফিটন' গাড়ি চড়ে সারা কলকাতা বেড়ানো, চিড়িয়াখানা যাওয়া ছিল নিয়মিত ব্যাপার। একবার মনে আছে শচীনকর্তা, টুবলু, অভিনেতা গুরু দত্ত, তাঁর স্ত্রী গীতা দত্ত আর আমি গিয়েছিলাম ডায়মণ্ডহারবারের এক বাগানবাড়িতে মাছ ধরতে। আর একবার, আমরা অনেকে গেলাম পিকনিক করতে। মাছ ধরা, এয়ারগান দিয়ে পাখি মেরে রান্না করে খাওয়া, সাঁতার কাটা — সে এক দারুণ ব্যাপার ছিল টুবলুর কাছে। মাছ ধরার উৎসাহে তো ওর আঙুলে এমন বিশ্রীভাবে বঁড়শি গেঁথে গেল যে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ভীষণ আমুদে ছেলে ছিল টুবলু। আর বাবার প্রতি ছিল দারুণ শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। গান ছিল ওর রক্তে। শচীনকর্তার গাওয়া 'হিন্দুস্থান রেকর্ড'-এর বাংলা গানগুলি ছিল ওর খুব প্রিয়। তবলার তালিম নিতে শুরু করল ব্রজেনবাবুর কাছে, যিনি শচীনকর্তার সঙ্গে সঙ্গত করতেন। এই জন্যই বোধহয় টুবলুর সুরে এত ছন্দ, তাল ও লয়ের প্রাধান্য ছিল। এরপর ওর সরোদবাদনের শিক্ষা শুরু হয় বিখ্যাত ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ-এর কাছে। তাই টুবলুর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত ছিল দৃঢ়। এ ছাড়া পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ তো ছিলই। তাই তো আমরা টুবলুর সুরে পেতাম এক অপূর্ব সম্পূর্ণতা। ছোট্টবেলা থেকেই ছিল ওর সুর তৈরী করার নেশা। ওর দশ বছর বয়সে তৈরী করা একটি সুর শচীনকর্তা ব্যবহার করেছিলেন দেব আনন্দের 'ফান্টুস' ছবিতে 'অ্যায় মেরী টোপি পলট কে আ'।

শচীনকর্তার অসুস্থতার জন্যে যখন ওর মা, মীরা দেববর্মণ, বোম্বাই চলে গেলেন, টুবলুরও আর বেশীদিন কলকাতায় থাকা হ'ল না। বেম্বাইয়ে বাবার সহকারী হিসাবে কাজ করে সঙ্গীতকার হিসাবে যে জয়যাত্রা শুরু হ'ল টুবলুর, তা তো আজ ইতিহাস। কিছু কাল পরে আমিও চাকরীর সূত্রে বোম্বাই চলে এলাম এবং টুবলুর সঙ্গে কলকাতার সেই হৃদ্যতা অব্যাহত রইল। শচীনকর্তার প্রয়াণের সময় দুঃখ কছুটা লাঘব হয়েছিল টুবলু কাছে থাকায়। আজ টুবলু নেই। আমার ছোট্ট ভাইটি অকালে চলে গিয়ে রেখে গেল হৃদয়ে এক বিশাল শূণ্যতা।

৪ জানুয়ারি ১৯৯৪, রাহুল দেববর্মণের মৃত্যুর সময় লাহিড়ীদা বোম্বাইতেই ছিলেন। নিকট আত্মীয় হিসাবে তিনিই শান্ত্রীনগর শ্মশানে তাঁর আদরের ভাই 'টুবলু'র সৎকার কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকথাটি ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪তে 'আজকাল রবিবাসর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

ক্ষণজন্মা প্রতিভা

সলিল চৌধুরী

দেববর্মণ পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ ১৯৫৩-৫৪ সালে বোম্বাই যাবার বেশ কিছু পর, যখন শচীন দেববর্মণ বিমল রায়ের 'সুজাতা', 'বন্দিনী' ইত্যাদি ছবিতে সুর করতে আসেন। ক্রমশ সে আলাপ ঘনীভূত হয় নিবিড় শ্রদ্ধা এবং স্নেহের সম্পর্কে। আমাকে ছোটভাইয়ের অধিক স্নেহ করতেন। পঞ্চম তখন ছোট। শুনতাম তবলা, সরোদ ইত্যাদি তালিম নিচ্ছে। আগে মাউথ অর্গান বাজাত। ভীষণ লাজুক ছিল, মাঝে মধ্যে ওদের বাড়িতে দেখা হলে মুখ নিচু করে অন্য ঘরে চলে যেত। আমি কলকাতা থেকে মনোহারী এবং বাসুকে (বিখ্যাত ইংলিশফ্লুট আর চেলোবাদক) বোম্বাই নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছুদিন পর ওদের কাছ থেকে শুনলাম শচীনদা ওদের দুজনকেই অ্যারেঞ্জার করে দিয়েছেন, পঞ্চমও ওর বাবার সহকারী হিসাবে কাজ করছে। মনোহারী ভীষণ প্রশংসা করত পঞ্চমের সুর আর ছন্দ জ্ঞানের। তখন থেকেই কিছু কিছু গানের প্রিলিউড, ইন্টারলিউড ও কম্পোজ করত এবং তাল সঙ্গতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করত। তখন থেকেই পাশ্চাত্য রক, পপ এবং লাতিন আমেরিকান মিউজিক-এ ওর নেশা ধরতে শুরু করেছে। শচীনদা ভুল বুঝতেন। একদিন বিমলদা'র সামনে আমাকে বললেন, 'তুই পঞ্চমকে একটু বুঝাইয়া বল। ও আমাকে মানে না, তরে ফলো করার চেষ্টা করে।' আমি প্রধানত পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ক্লাসিকাল সিম্ফনিক স্টাইল নিয়ে তার প্রয়োগ ভারতীয় সঙ্গীতে করার কাজ করেছি। হয়ত হরমনি আর কর্ড-এর প্রয়োগ শুনে শচীনদার মনে হয়েছে ও আমাকে ফলো করছে। অবশ্য শুনেছি আমার প্রায় সমস্ত গান ও ভীষণ মন দিয়ে শুনত এবং মুখস্ত গাইতে পারত। অনেক সময় আমরা একটা জিনিসকে রপ্ত করি তার বাইরে যাব বলে। আমার কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের প্রায় ২৫০ - ৩০০ গান মুখস্ত ছিল।

শচীনদাকে বললাম, ভাববেন না, ও নিজের স্বতন্ত্র পথ খুঁজছে। হিন্দি ছবির সঙ্গীত পরিচালক হলেও আমি পারতপক্ষে হিন্দি ছবি দেখতামই না। এখনও দেখি না। কাজেই যখন পঞ্চমের একটার পর একটা ছবি হিট করছে, 'মিউজিক — আর. ডি. বর্মণ' লেখা পোস্টারে বোম্বাইয়ের দেওয়াল অর্ধেকের বেশী ঢাকা, কানে আসতে লাগল এক নতুন জাতের সুর, তার বিন্যাস, ছন্দ প্রকরণ আলাদা, অদ্ভুত যৌবনদীপ্ত তার লয়, শুনলাম এসব পঞ্চমের সুর। মনে মনে বলতাম, শাবাশ! আবার মাঝে মাঝে শুনতাম অবিকল ইংরেজি পপ্ গানে হিন্দি কথা বসানো, সেগুলোও নাকি পঞ্চমের করা। ভীষণ দুঃখ পেতাম। একদিন দেখা হতে বললাম, এগুলো করছ কেন? তুমি এত অরিজিন্যাল। নিতে হয় নাও, ভাঙ ভেঙে ঢেলে নতুন রূপ দাও, পুকুর চুরি কেন? বলল. 'কি করব দাদা, প্রোডিউসাররা বাড়িতে ক্যাসেট বয়ে নিয়ে আসে, বলে 'ইয়ে গানা বানাও!' আমি না বানালে আর কেউ বানাবে। তাছাড়া ৩০ - ৪০টা ছবি। অত অরিজিন্যাল সুর বানাবো সময় কোথায়?' বললাম, 'নিও না অত ছবি। তোমার বাবাকে দেখ! কত বেছে বেছে ছবি নেন ... এক একটা গানের পেছনে প্রণপাত করেন ...'

শচীনদার সেই এক কথা, 'পঞ্চমরে তুই বল, তর কথা ও খুব মানে।' পঞ্চমের বসতি তখন উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষে। তুঙ্গে বৃহস্পতি। ওকে ছোঁয় সাধ্য কার? এর মধ্যেই কত অসাধারণ সুর ও করেছে। কোনোটায় মার্গ সঙ্গীতের রস, কোনোটায় লোকসঙ্গীতের দোলা, কোনোটায় আরব্য রজনীর মাদকতা। আর ছন্দের তো ও ছিল জাদুকর। নেপালের মাদল ব্যবহার করে এমন এক তালের সৃষ্টি করল যা হিন্দি ছবিতে 'পঞ্চমের তাল' বলেই লোকে জানে।

এক অনবদ্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিল পঞ্চম। আর কমার্শিয়াল ছবির ঘৃতাহুতিতে সেই প্রতিভার আগুনেই ও জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে গেল। মনে পড়ছে, তিন-মাস আগে, এই গত পুজোয় বেম্বাইতে বান্দ্রার মাঠে আমাদের গানের অনুষ্ঠানে সারাক্ষণ ছিল। প্রায় দু'ঘন্টা ও উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের গান শুনেছে। বলেছিল আধঘন্টা থেকে চলে যাবে, শেষ অবধি ছিল। অনুষ্ঠান শেষ হলে বুকে জড়িয়ে ব্যলছিল, 'একদিন অনেকক্ষণ গল্প করব, আসবেন?' বলেছিলাম নিশ্চয় আসব, যবে বলবি। শেষ অবধি জানুয়ারির ৬ তারিখ সন্ধ্যায় দিন স্থির হয়েছিল। ও কথা রাখল না, রাখতে পারল না। আমার দুর্ভাগ্য ৪ তারিখ ভোরেই চলে গেল। শরীরে ওর রাজরক্ত ছিল, মনটা ছিল সম্রাটের — দিলদরিয়া। ওর সুদিনে লুটেপুটে খেয়ে দুর্দিনে চাটিবাটি গুটিয়ে কতজন যে কেটে গেছে — ওর মুখে কিন্তু কোনদিন অভিযোগ শোনা যায়নি। এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে ছিল পঞ্চম। আমার কেবলই মনে হত ছেলেটা বড় একা, বিশেষ করে শচীনদা মারা যাবার পর থেকেই মীরা বৌদিও যখন পৃথিবীতে থেকেও যেন পৃথিবীতে রইলেন না। নিজের ওপর প্রচুর অত্যাচার করেছে পঞ্চম। বাইপাস সার্জারি করে নিঃসঙ্গ পঞ্চম যখন বিলেত থেকে ফিরে এল, শুনেছি তখন ওর পাশে কেউ নেই! ভগ্ন নয়, অস্ত্রপচারিত হৃদয় নিয়ে ও প্রাণপণে যুঝেছে। একটা প্রত্যাবর্তণের প্রত্যাশা দেখা দিচ্ছিল। কয়েকটা বড় এবং ভালো ছবি সই করেছিল, নিজেকে সংযত, সংগঠিত করেছিল। কিই বা বয়স ছিল! এত অল্প বয়সে বলা নেই, কওয়া নেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে সবার আড়ালে চলে যাওয়া। পঞ্চম ছিল একটা সাইক্লোন যা আরব সাগর থেকে উঠে বঙ্গোপসাগরে ঢেউ তুলে ভারত মহাসাগরে উত্তুঙ্গ হয়ে আটলান্টিক-প্যাসিফিকে ছুটেছিল, সে হঠাৎ সূর্যকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বগামী হল! পৃথিবীর জল থিতিয়ে গেল।

আমার পরম বন্ধু পঞ্চম

শচীন ভৌমিক

বোম্বাই আসার পর পঞ্চমই ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাকে ও শচীনদা বলে ডাকত। আমার অনুজপ্রতিম কিন্তু বন্ধু বলাই উচিত। আমার কোনও কাহিনীর আইডিয়া এলে পঞ্চমকে শোনানো, পঞ্চমের কোনও সুর মাথায় এলে টেলিফোনে আমায় শোনানো, হঠাৎ পিকনিক বা লং ড্রাইভে যাওয়া ছিল আমাদের রুটিন। পঞ্চমের দিদিমা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট। তিনি নাতিকে ডাকতেন 'টুবলু' নামে। নাতিকে তিনি ইংরাজীতে চিঠি লিখতেন। পঞ্চম দিদিমার চিঠি নিয়ে লিংকিং রোড থেকে চলে আসত আমার খারের ফ্ল্যাটে। বলত, 'শচীনদা, বুড়ি আবার জ্বালিয়েছে। ইংরাজিতে চিঠি লিখেছে। ইংরাজিতেই জবাব চাই।' সুতরাং চিঠি পড়ে উত্তর লিখে দিতে হ'ত, পঞ্চম নিজের হাতে কপি করে সে চিঠি পাঠাত কলকাতায়। পড়াশোনায় কাঁচা ছিল পঞ্চম, ম্যাট্রিক পাশ করেছে দু'বারের চেষ্টায়, থার্ড ডিভিশনে। ১৯৬৫ সালে পঞ্চম আমাকে গাড়ি চালানো শেখায়। রিটা পটেলের সঙ্গে ওর প্রথম বিবাহের ঘটক ছিলাম আমি। আমার লেখা চিত্রনাট্যেই ওর রিটা পটেলের সঙ্গে প্রেম ও বিবাহ সম্পন্ন হয়। আবার বাঁশরীর সঙ্গে আমার বিবাহের ঘটক ও। আমার প্রথম বাংলা গান লেখাও পঞ্চমের জন্য। পুজোর জন্য ওর গাওয়া প্রথম রেকর্ডের দুটি গান 'মনে পড়ে রুবি রায়' এবং 'ফিরে এস অনুরাধা' যেমন লিখেছিলাম তেমনিই আবার ১৯৯৩ সালে উষা উত্থুপের জন্য আমার লেখা গানেই হল ওর শেষ পুজোর গানের অ্যালবাম। এমন গুণী, হৃদয়বান, প্রমোদপ্রিয়, উষ্ণহৃদয় বন্ধু আর জন্মাবে না। সুরের রাজা। ওর মৃত্যুতে মনে হয় হিন্দি ছবির জগৎ থেকে সুরই শেষ হয়ে গেল।

রাহুল দেববর্মণের মৃত্যুর পর ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪তে 'আজকাল রবিবাসর'-এ প্রকাশিত লেখাটি পুণঃমুদ্রিত হ'ল।

চিত্র পরিচিতি - উপরের সারিতে বাবা শচীন দববর্মণের কোলে **ছোট্ট পঞ্চম**, মা মীরা দেববর্মণের কোলে **ছোট্ট টুবলু**, মামার বাড়িতে কাঠের ঘোড়ায় **ছোট্ট রাহুল**, মাঝের সারিতে মামা অভিজিৎ দাশগুপ্তের সঙ্গে বালক পঞ্চম কখনও বাজনা বাজাতে, কখনও এয়ারগান চালাতে ব্যস্ত, মাঝের ছবিতে ট্রাই-সাইকেল চালাচ্ছে পঞ্চম, নীচের সারিতে কলকাতার সাউদার্ন অ্যাভেনিউয়ের বাড়িতে নানা সময়ে **কিশোর পঞ্চম**, মাঝের ছবিতে ছাতে শরীর চর্চায় ব্যস্ত **পঞ্চম**।

চিত্রে পঞ্চম ঃ

ঃ প্রথম পঞ্চম ঃ

ঃ রাহুল দেববর্মণের সংক্ষিপ্ত জীবন পঞ্জি ঃ

১৯৩৯ ঃ ২৭ জুন কলকাতায় জন্ম।

১৯৪৪ ঃ বালিগঞ্জ গভার্ণমেন্ট স্কুলে ভর্তি।

১৯৪৮ ঃ ব্রজেন বিশ্বাসের কাছে তবলা, ওস্তাদ আলি আকবর খান এবং আশীষ খানের কাছে সরোদ ও সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ শুরু।

১৯৪৯ ঃ বালিগঞ্জ গভার্ণমেন্ট স্কুলের স্পোর্টসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাবার হাত থেকে সাইক্লিংয়ের পুরস্কার গ্রহণ।

১৯৫১ ঃ বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায় বালিগঞ্জ গভার্ণমেন্ট স্কুল ছেড়ে তীর্থপতি ইন্সটিটিউশনে ভর্তি করা হয়।

১৯৫৫ ঃ পাকাপাকি ভাবে বোম্বাই গমন এবং বাবার সহকারী হিসাবে কাজ শুরু।

১৯৫৬ ঃ শচীনকর্তা রাহুলের তৈরী সুরে '**ফান্টুস**' ছবির '**অ্যায় মেরি টোপি পলটকে আ**' গানটি বানান।

১৯৫৭ ঃ বাবার সহকারী হিসাবে '**পিয়াসা**' ছবিতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত রচনা '**শর যো তেরা চকরায়ে**'।

১৯৫৮ ঃ সহকারী হিসাবে '**চলতি কা নাম গাড়ি**' ছবিতে দু'টি গান '**বাবু সামঝো ইশারে**' আর '**এক লেড়কি ভিগি ভাগি সি**' তৈরী করেন।
প্রথমবার সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে গুরু দত্তের '**রাজ**' ছবির দায়িত্ব গ্রহণ।
মেহমুদ প্রযোজিত '**ভূত বাংলা**' ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৬১ ঃ প্রথম সুরারোপিত ছবি হিসাবে '**ছোটে নবাব**' মুক্তি পেল।

১৯৬৫ ঃ ভূত বাংলা ছবিতে প্রথম অভিনয় করলেন।

১৯৬৬ ঃ প্রথম সাফল্য পেলেন '**তিসরি মঞ্জিল**' ছবিতে। রিটা প্যাটেলের সঙ্গে বিবাহ। (১৯৭২-এ বিচ্ছেদ)

১৯৬৯ ঃ প্রথম বাংলা গান '**মনে পড়ে রুবি রায়**' গাইলেন।

১৯৭২ ঃ '**ক্যারাভ্যান**' ছবির জন্য ফিল্মফেয়ারের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক বিভাগে প্রথমবার মনোনিত।
গুলজারের সঙ্গে জুটির শুরু 'পরিচয়' ছবি থেকে।

১৯৭৪ ঃ আশা ভোঁসলের সঙ্গে বিবাহ।
১৫ অগাষ্ট মুক্তি পেল 'শোলে'।
'**শোলে**' ছবির '**মেহবুবা মেহবুবা**' গানের জন্য ফিল্মফেয়ার শ্রেষ্ঠ গায়ক বিভাগে মনোনিত।
৩১ অক্টোবর পিতার মৃত্যু।

১৯৮০ ঃ প্রথম আন্তর্জাতিক অ্যালবাম '**প্যান্টেরা**' প্রকাশ।

১৯৮৩ ঃ '**সনম তেরি কসম**' ছবির জন্য প্রথম ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জয়।

১৯৮৪ ঃ '**মাসুম**' ছবির জন্য দ্বিতীয় ফিল্মফেয়ার পুরস্কার এবং আরতি মুখোপাধ্যায়ের জাতীয় পুরস্কার লাভ।

১৯৮৬ ঃ '**ইজাজত**' ছবিতে গান লেখার জন্য গুলজার ও গানের জন্য আশা ভোঁসলের জাতীয় পুরস্কার।

১৯৮৭ ঃ ব্যক্তিগত অ্যালবাম '**দিল পড়োশি হ্যায়**' প্রকাশ।

১৯৮৯ ঃ হৃদরোগের কারণে লণ্ডনে **বাইপাস সার্জারি**।

১৯৯৪ ঃ ৪ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বাইয়ে নিজের বাড়িতে পরলোক গমন করেন।

১৯৯৫ ঃ ফিল্মফেয়ার কর্তৃপক্ষ '**রাহুল দেববর্মণ অ্যাওয়ার্ড ফর নিউ মিউজিক ট্যালেন্ট**' চালু করল।

২০১৪ ঃ ভারতীয় সিনেমার ১০০ বছর উপলক্ষে রাহুল দেববর্মণের ডাকটিকিট প্রকাশ।
২৭ জুন জন্মের ৭৫ বছর উপলক্ষে '**প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী**' পালন।

প্রথম হিন্দী ছবিতে সুর ঃ

গুরু দত্তের 'রাজ' ছবিতে প্রথম কাজ করার কথা থাকলেও ছবিটি হয়নি। 'রাজ'-এর কাজ বন্ধ হয়ে গেলে মেহমুদ প্রযোজিত 'ভূত বাংলা' ছবিতে রাহুল দেববর্মন এককভাবে সঙ্গীত পরিচালনার প্রথম দায়িত্ব পান। যদিও 'ছোটে নবাব' রাহুল দেববর্মনের সঙ্গীত পরিচালনায় মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি। এই ছবিতে রাহুল দেববর্মণের সুর করা নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে। শচীন দেববর্মণ আর মেহমুদ বম্বেতে একই আবাসনে থাকতেন। রাহুল রোজ মেহমুদের গাড়ির বনেট বাজাত। বিরক্ত হয়ে মেহমুদ রাহুলকে বলেন এতই যদি বাজানোর শখ তাহলে তাঁর ছবিতে সুর দিতে। রাহুল বলেন লতা দিদি যদি গান গাইতে রাজী হন তাহলে সুর দেবেন। সেই সময় শচীনকর্তা আর লতাজীর মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। লতাজী রাজী হয়েছিলেন গাইতে আর রাহুল এককভাবে কাজ করার প্রথম সুযোগ পেলেন।

প্রথম অভিনয় ঃ

মেহমুদ প্রযোজিত 'ভূত বাংলা' ছবিতে রাহুল দেববর্মন প্রথম অভিনয় করেন একটি মজাদার চরিত্রে। এই ছবিতে রাহুল দেববর্মণ অভিনীত চরিত্রটির নাম ছিল 'টকি'। ভূতের বাড়িতে ঢুকে ভূতের খপ্পরে পড়ে টকির যে নাকাল অবস্থা হয় তা দেখে হাসি পাবেই। বিশেষ করে জামার ভেতরে লুকিয়ে রাখা চা তৈরীর উপকরণ দিয়ে চা বানিয়ে খাওয়ার দৃশ্যটি বড়োই মজাদার।

প্রথম সুর দেওয়া বাংলা গান ঃ

রাহুল দেববর্মনের সুরে প্রথম বাংলা গানটি হ'ল 'আমার মালতীলতা'। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই গানটি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। ১৯৬৫ সালে পুজোর গান হিসাবে গানটি প্রকাশিত হয়। বেসিক ডিস্কের উল্টো পিঠে ছিল 'আমি বলি তোমায় দূরে থাক' গানটি। দু'টি গানের ক্ষেত্রেই সুর আগে তৈরী হয়েছিল, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় সুরে কথা বসিয়ে দেন।

প্রথম গাওয়া বাংলা গান ঃ

বাংলা ভাষায় রাহুল দেববর্মনের গাওয়া প্রথম গান 'মনে পড়ে রুবি রায়'। বন্ধু শচীন ভৌমিকের লেখা গানটি নিজের সুরে রাহুল দেববর্মণ গেয়েছিলেন ১৯৬৯ সালে পুজোর জন্য। এই রেকর্ডের উল্টো পিঠে ছিল শচীন ভৌমিকেরই লেখা 'ফিরে এস অনুরাধা' গানটি। দু'টি গানই পরে হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়।

প্রথম বাংলা ছবিতে সুর ঃ

রাহুল দেববর্মণ প্রথম যে বাংলা ছবিতে সুর দেন তার নাম 'রাজকুমারী'। ১৯৭০ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবির সবগানগুলিই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়, পরবর্তীতে এই গানগুলির সুরে হিন্দী গান হয় 'অমর প্রেম', 'ইয়াদোঁ কি বারাত', 'বাঁধে হাত', সেগুলিও সমান জনপ্রিয় হয়।

প্রথম ফিল্মফেয়ার পুরস্কার ঃ

রাহুল দেববর্মণ প্রথম ফিল্মফেয়ার পুরস্কারটি পান ১৯৮৩ সালে 'সনম তেরী কসম' ছবির জন্য। এর আগে ১৯৭২ থেকে ১১ বার মনোনয়ন পেলেও কোনোবার পুরস্কার জোটে নি। পরের বছর ১৯৮৪ তেও রাহুল দেববর্মণ ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জেতেন 'মাসুম' ছবির জন্য।

পরিকল্পনা, সংকলন ও নির্মাণ ঃ **জহর চট্টোপাধ্যায়**

ঃ রাহুল দেববর্মণের সহকারীবৃন্দ ঃ

প্রধান সহকারী ঃ বাসুদেব চক্রবর্তী (স্ট্রিং)
মনোহারি সিং ভুজেল (ব্রাস)
মারুতি রাও কির (রিদম্)
স্বপন চক্রবর্তী
বাবলু চক্রবর্তী

সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট ঃ ডি. ও. বনশালী, কৌশিক, প্রসাদ
অশোক শুক্লা, দীপন চ্যাটার্জী, সম্পত

ঃ তারবাদ্যযন্ত্রী ঃ

স্প্যানিশ গিটার - ভানু গুপ্ত, রমেশ আইয়ার
ইলেট্রিক গিটার - দিলীপ নায়েক, সুনীল কৌশিক, রমেশ আইয়ার
হাওয়াইয়ান গিটার - ভুপিন্দার সিং
ব্রাস গিটার - টনি ভাজ, চরনজিৎ সিং
সন্তুর - পণ্ডিত শিবকুমার শর্মা, উল্লাস বাপট,
সারেঙ্গি - সুলতান খাঁ, ইকবাল,
সরোদ - জারিন দারুওয়ালা,
সেতার - কার্তিক কুমার,অরবিন্দ মায়েকর,
তার সানাই - দক্ষিণামোহন ঠাকুর,
বেহালা - রাজেন্দ্র সিং, গজেন্দ্র কারনাড, সাপ্রে, নানেকর, প্রভাকর জোগ, নান্দু চাভতে, উত্তম সিং
ম্যাণ্ডোলিন - কিশোর দেশাই, রবি সুন্দরম, মুস্তাফা,
ব্যাঞ্জো, বুলবুল তরঙ্গ - রশিদ খান,

ঃ তালবাদ্যযন্ত্রী ঃ

তবলা - দেবীচাঁদ চৌহান, শশীকান্ত, অমৃতরাও কাটকার, হোমি মুল্লান, চন্দ্রকান্ত সতনক, ভবানী শঙ্কর সিং, ইন্দ্রনাথ মুখার্জী, বিজয় কাটকার, নিতীন শঙ্কর, ইকবাল খান, জনার্দন অভয়ঙ্কর, দীপক নায়েক, এবং পণ্ডিত সামতা প্রসাদ ('শোলে' ছবিতে)।
ঢোলক - শশীকান্ত, দুবে, ইকবাল খান, রোশন,
ড্রামস্ - বুগি লর্ড, ফ্রাঙ্কো ভাজ, লেসলি ভাজ, ভ্যাম্পি, ত্রিলোক গুর্তু,
বঙ্গ - কাওয়াস লর্ড,
কঙ্গ - বাবলা,
বাংলা ঢোল - অবনী দাশগুপ্ত,
ঢোল - চান্দা গণপতরাও, যাদব,
তরঙ্গ ও জল তরঙ্গ - জনার্দন অভয়ঙ্কর,
ঘটম - ইন্দ্র আত্মা,
মৃদঙ্গম - জয়রাম,
থুম্বা - রবি গুর্তু,
মাদল - রঞ্জিত গজমের (কাঞ্চা), হোমি মুল্লান,
পাখোয়াজ - ভবানী শঙ্কর সিং,

ঃ কি-বোর্ড যন্ত্রী ঃ

পিয়ানো - লুই ব্যাঙ্কস্, মাইক মাচাডো, লুসিলা,
সিন্থেসাইজার - লুই ব্যাঙ্কস্,
ট্রাঞ্জিকর্ড - চরনজিৎ সিং,
অ্যাকোর্ডিয়ান ও অর্গ্যান - কেসরি লর্ড,
ইলেকট্রিক অর্গ্যান ও কি-বোর্ড - রনি,

ঃ হাওয়াবাদ্য যন্ত্রী ঃ

বাঁশি - হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া, সুমন রাজ,
মাউথ অর্গ্যান - ভানু গুপ্ত, মিলন গুপ্ত,
স্যাক্সোফোন - মনিহারী সিং,
ট্রাম্পেট - জর্জ, ক্যাস্ট্রো, জোসেফ, বস্কো, কিশোর সোধা,
ট্রম্বোন - ব্লাস্কো, মান্স,
ক্ল্যারিওনেট - মেহরাজ ডিন, হুসেন দরবার,
সানাই - শরদ কুমার

মুদ্রক, প্রকাশক, স্বত্বাধীকারী শিবনাথ চক্রবর্ত্তী কর্তৃক অমরাগড়ী, হাওড়া থেকে প্রকাশিত এবং নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী, অমরাগড়ী, হাওড়া ৭১১৪০১ থেকে মুদ্রিত।
email : jelarkhabar@rediff.co.in যোগাযোগ ঃ গ্রাম ও পোষ্ট — অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া। **সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্ত্তী। ফোন নং ঃ ৯৮০০২৮৬১৪৮**
Owned by Shibnath Chakraborty and Printed at New Bani Press Co.Amoragori, Jaypur, Howrah and published at Amoragori,Jaypur,Howrah.
Editor - Shibnath Chakraborty. Phone No. 9800286148